Or

SEC- 2: Handling Data: Coding and Tabulation

SEC2T: Handling Data: Coding and Tabulation

Course Outline:

1. Importance of Data Processing

2. Data Coding: Procedure
3. Content Analysis: Coding and Classification
4. Using Tabulation sheet
5. Construction of Table: Bivariate, Multivariate; Graphical Representation of data

Course contents and Itinerary

■ তত্ত্ব এবং গবেষণা *(Theory and research)*

সমাজতত্ত্বের জনক (founder) অগাস্ত কোঁত সমাজতত্ত্বকে একটি বিজ্ঞান রূপে প্রতিষ্ঠা দেন। প্রকৃতি বিজ্ঞানের মত সত্যানুসন্ধান, তাই সমাজতত্ত্বের একটি অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু প্রকৃতি বিজ্ঞানের মত (natural science) সমাজতত্ত্বের গবেষণায় ব্যবহৃত পন্থা পদ্ধতির প্রয়োগ কিছুটা ভিন্ন। সমাজতত্ত্বে বদ্ধ গবেষণাগারে (Laboratory) গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। সমাজবদ্ধ মানুষই সমাজতত্ত্বের তথ্যসংগ্রহের ভান্ডার।

■ তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি *(Method of Data Collection)*

গবেষণার প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করে তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার সমাজতত্ত্বে লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

১। সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview Method)

২। প্রশ্নমালা সারণি (Questionnaire Schedule)

৩। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observation Method)

৪। নথি গবেষণা (Document Study)

৫। একক সমীক্ষা (Case Study)

গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্য দুই প্রকার হয়ে থাকে।

১। প্রত্যক্ষ তথ্য (Primary Data)

২। পরোক্ষ তথ্য (Secondary Data)

যে তথ্য গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতির মাধ্যমে সরাসরি সংগ্রহ করা হয়, তাকে প্রত্যক্ষ তথ্য বলা হয়। S. P. Verma-র মতে "Primary data are empirical observations gathered by the researcher or his associates for the first time for any research and used by them in the statistical analysis." অপরপক্ষে যে তথ্য অন্যের প্রতিবেদন, সরকারি নথিপত্র প্রভৃতি থেকে সংগ্রহ করা হয় তাকে পরোক্ষ বা Secondary Data বলা হয়। এই প্রকার তথ্য কোন সরাসরি উৎস

থেকে সংগ্রহ করা হয় না। S. P. Verma-র মতে "Secondary data are collected by others in the past and used by others." প্রাথমিক তথ্য একটি নির্দিষ্ট অবস্থা থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং এই তথ্য পরোক্ষ তথ্যের অপেক্ষায় অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। এই প্রসঙ্গে এই কথা উল্লেখযোগ্য যে গবেষকের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা এই ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। Kothari -র মতে, "The researcher should select one of those methods of collection of data taking into consideration the nature of investigation and scope of the inquiry, financial resources, available time and desired degree of accuracy."

সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের একটি অন্যতম পদ্ধতি হল সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview Method)।

• **সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview Method)** : নিরীক্ষামূলক গবেষণায় এই সাক্ষাৎকারের ব্যবহার বিশেষভাবে দেখা যায়। এই সাক্ষাৎকার পদ্ধতি সংগঠিত (Structured) এবং বিধিবদ্ধ (Formal)। গবেষণার উদ্দেশ্য অনুসারে উত্তরদাতাদের সাক্ষাৎকার হল এক প্রক্রিয়া যেখানে কথোপকথনের মাধ্যমে নির্ধারিত কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। Moser and Kalton-এর মতে, "Interview is a conversation between interviewer and respondent with the purpose of eliciting certain information from the respondent." P. V. Young তাঁর "Scientific Social Surveys and Research" গ্রন্থে বলেছেন যে, 'যে পদ্ধতির মাধ্যমে গবেষণায় কোনো ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অপরিচিত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের জীবনে কম বেশি ভেবে চিন্তে প্রবেশ করে তাকে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি বলা হয়। "Interview is a systematic method by which a person enters more or less imaginatively into the life of a comparative stranger." পি. কে. মজুমদার তাঁর "Research Methods in Social Science" গ্রন্থে বলেছেন যে, "Interview is an interactive Process between two or more individuals in which one person provides the necessary verbal stimuli and other Person (s) responds to it by a verbal reply." Neuman-র মতে, "Interview is a short term, secondary social interaction between two strangers." সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে দুটি প্রক্রিয়ায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

১। মুখোমুখি সাক্ষাৎকার (Face to Face Interview)

২। দূরভাষ সাক্ষাৎকার (Telephone Interview)

মুখোমুখি সাক্ষাৎকার পদ্ধতির ক্ষেত্রে গবেষক সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে।

মুখোমুখি সাক্ষাৎকার (Face to Face Interview) : মুখোমুখি সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে একজন সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী উত্তরদাতার সামনে সরাসরি উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত প্রশ্নসমূহের উত্তর খোঁজায় সচেষ্ট হন। এই ধরণের সাক্ষাৎকার বিধিবদ্ধ প্রক্রিয়ায় হয়ে থাকে এবং মুখোমুখি যোগাযোগের মাধ্যমে এই ধরণের সাক্ষাৎকার সংগঠিত হয়ে থাকে। এই ধরনের সাক্ষাৎকারকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার বা Personal Interview-ও বলা হয়। মুখোমুখি সাক্ষাৎকারকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়—

১। প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (Direct Personal Interview)

২। পরোক্ষ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার (Indirect Personal Interview)

প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী প্রত্যক্ষভাবে উত্তরদাতার সামনে উপস্থিত থেকে গবেষণার প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। যেমন কর্মরত মহিলাদের 'ভূমিকা সংঘাত' Role conflict of working women এর মত কোন বিষয় সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গবেষক সাক্ষাৎকারী সরাসরি কর্মরত মহিলাদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেন। অপর পক্ষে পরোক্ষ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সরাসরি উত্তরদাতার কাছে উপস্থিত না হয়ে পরোক্ষভাবে উক্ত বিষয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন। যেমন kindergarten শিক্ষার পদ্ধতির মাধ্যমে ছোট শিশুদের কতটা সঠিক রূপে সামাজিকীকরণ ঘটেছে সে বিষয় কোন সমীক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরাসরি শিশুদের প্রশ্ন করলে ওরা সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারবে না। তাই ঐ বিষয়ে শিশুর মায়ের সাথে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে। এই ধরণের তথ্যসংগ্রহের প্রক্রিয়া হল পরোক্ষ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : গবেষককে কতকগুলি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে হয়।

প্রথম পর্যায় হল— সখ্য স্থাপন ও পরিচয় প্রদান।

দ্বিতীয় পর্যায় : গবেষণা বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ।

তৃতীয় পর্যায় : উত্তর লিপিবদ্ধকরণ।

এই প্রসঙ্গে এই কথা উল্লেখযোগ্য যে উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের আগে গবেষক বা সাক্ষাৎকারগ্রহণকারী গবেষণার বিষয় সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করেন। এই প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে গবেষক তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। Bailey-র মতে, "in general the interview must be adaptable, friendly and responsive." Neuman-র